[illegible] উদ্ভূত পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, তা ভেবে অনেক শিক্ষার্থী তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে বিগত ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ১০ হাজার শিক্ষার্থী সেশনজটের কবলে পড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রহর গুণছে।

শাবি'র বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিভাবক মহল ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলেছেন, 'আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি চাই। চাই সময় মত যেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন শেষ হয়।' অনেক শিক্ষার্থী ঘন্টার সময়ও বেধে দিয়েছে। উপাচার্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তারা কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা দেয়ার হুমকি দেয়।

বিভক্ত শিক্ষকরা: বর্তমানে শাবিতে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন ইস্যুতে সরকারপন্থি শিক্ষকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এক পক্ষে প্রফেসর ড. জাফর ইকবাল গ্রুপ, অন্য পক্ষে প্রফেসর ড. আক্তারুল ইসলাম গ্রুপ। সরকার সমর্থক শিক্ষকদের একটি পক্ষ বলছে, ভিসিবিরোধী আন্দোলনের নৈতিক কোন ভিত্তি নেই। পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শাবিতে অচলাবস্থার

২০ পৃষ্ঠার পর

সরকার সমর্থিত শিক্ষক হয়ে সরকার মনোনীত ভিসির অপসারণ চায় কিভাবে? নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করতে না পারায় ভিসির বিরুদ্ধে এই অযৌক্তিক আন্দোলন করছেন কিছু শিক্ষক। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরদিকে আন্দোলনকারী পক্ষ বলছেন, ভিসির অপসারণই একমাত্র সমাধান। ভিসির অপসারণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

যে কারণে বিরোধ: সূত্র জানায়, চলতি বছরের ১২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামেন সরকারপন্থি শিক্ষকদের একটি অংশ। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেস কমিটির সভাপতির পদ নিয়ে দুই শিক্ষকের মাঝে বিরোধ থেকে এর সূত্রপাত। অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হকের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জহির বিন আলম। বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষকদের মাঝে। বিষয়টি নিয়ে উপাচার্যের কাছে গেলে স্ত্রীর অসুস্থতার কথা বলে তিনি শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সময় দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে উপাচার্যর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামেন অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হকসহ ক্ষমতাসীন দলের শিক্ষকদের ওই অংশ। এই ইস্যুতে আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। শিক্ষক সমিতির সভায় ভিসিবিরোধী আন্দোলনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষকদের একটি অংশ এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। গত কয়েক মাস ধরেই উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে টানা আন্দোলন করে আসছেন অধ্যাপক ড. জাফর ইকবালের নেতৃত্বাধীন অংশটি। ফলে দীর্ঘদিন সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সভা বন্ধ থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ আগস্ট আন্দোলন প্রত্যাহার করে শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরা, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকাসহ ১১ দফা নির্দেশনা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী ৩০ আগস্ট একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকেন উপাচার্য।

এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তবুদ্ধি চর্চায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক পরিষদের আহবায়ক অধ্যাপক ড. আখতারুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের ভিসিবিরোধী আন্দোলনে নামানো হয়েছে। তারা যখন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেন, তখন সেটা জায়েজ হয়ে যায়। এসব ঘটনা তদন্তের জন্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহবান জানান।

অন্যদিকে উপাচার্য অপসারণ আন্দোলনের মুখপাত্র অধ্যাপক সৈয়দ সামসুল আলম বলেন, আমাদের দাবি একটাই ভিসির অপসারণ। ভিসিকে অপসারণ করলেই সমাধান হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের ভিসিবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করছেন কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নামাইনি। শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় আন্দোলনে যোগদান করেছে।

শাবি'র উদ্ভূত সংকট উত্তরণের পথ কি হতে পারে এ সম্পর্কে উপাচার্য ড. আমিনুল হক ভূঁইয়া গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামত কাজ করলেই সংকটের নিরসন হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ছাত্রদের উপাচার্যকে আল্টিমেটাম দেয়ার কিছু নেই। এটা শৃঙ্খলাবিরোধী। এর জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ রয়েছেন। এখানে ছাত্রদের সম্পৃক্ত হওয়ার কিছু নেই।

শিক্ষকদের কর্মবিরতি: এদিকে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে ও শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের একাংশ। রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত